SAMJOG — সংযোগ

'সংযোগ-জৈব'

"ব্যবহার করুন জৈব সার
সংযোগ-জৈব' বার বার"

প্রস্তুতকারক ঃ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভার্মিকম্পোস্ট কাজভিত্তিক সংঘ

ঠিকানা ঃ খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস,

পোঃ খুলনা, সন্দেশখালি - ২

কারিগরি সহযোগিতা (উৎপাদন ও বিপনন)

সি. টি. আর. ডি.

৪৪/২৪, বি. টি. রোড, কলকাতা - ৫০

ফোন - ৯৮৩৬৪০৩২৩০

সংযোগ-জৈব

সংযোগ-জৈব ব্যবহার করব কেন?
সংযোগ-জৈব ব্যবহার করলে—

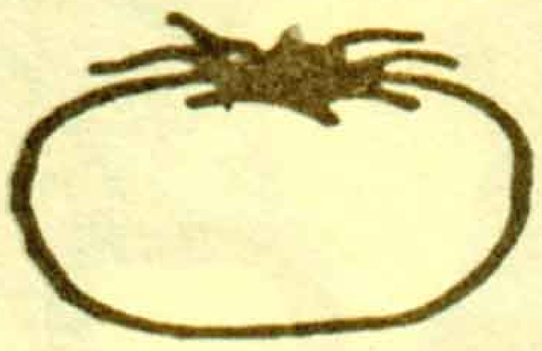

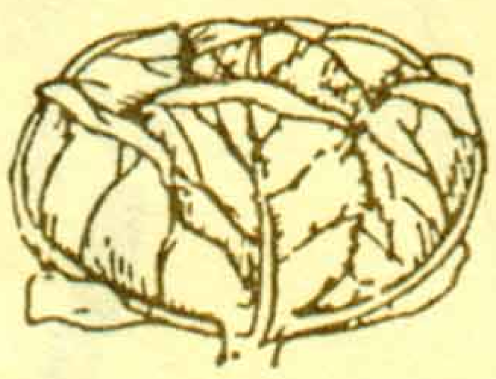

১) **শস্য জাতীয় ফসল (ধান, গম ইত্যাদি), ফুল, ফল এবং সব্জির** ফলন ২০-২৫ শতাংশ বাড়বে।

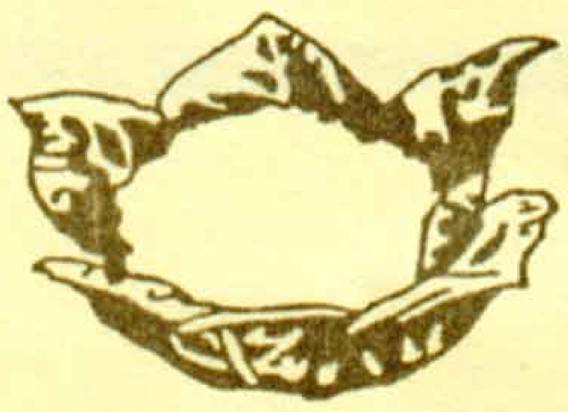

২) **শস্য জাতীয় ফসল (ধান, গম ইত্যাদি), ফুল, ফল এবং সব্জির** ক্ষেত্রে ৭ কেজি গোবর সারের **পরিবর্তে ১** কেজি **'সংযোগ-জৈব'** ব্যবহার করলে বেশী উৎপাদনের সাথে সাথে চাষের খরচও অনেক কমবে। —অর্থাৎ চাষীভাইরা লাভের মুখ দেখবেন।

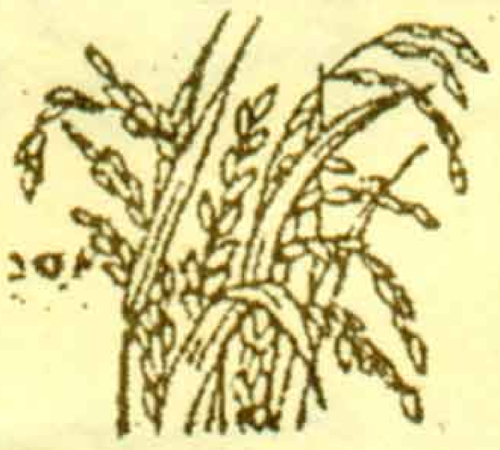

৩) **যে কোনো ফসলের রোগ পোকার আক্রমণ** অনেক কম হবে। এর ফলে ফসলের ক্ষতি কম হবে। চাষের খরচও অনেক কম হবে। অর্থাৎ 'সংযোগ-জৈব' ব্যবহার করলে লাভ হবেই হবে।

৪) **যে কোনো ফসলের** গুণগত মান ও স্বাদ বৃদ্ধিপাবে।

৫) **মাছ চাষের** ক্ষেত্রে ১০ কেজি গোবরের পরিবর্তে ১ কেজি **'সংযোগ-জৈব'** ব্যবহার করলে মাছের বৃদ্ধি ভালো হবে, পুকুরে মাটি ও জলের দূষণ কম হবে, মাছ চাষের খরচ ও বাঁচবে, মাছ চাষীরা লাভের মুখ অবশ্যই দেখবেন।

৬) **নার্সারীতে** চারা তৈরীর সময় এই সার ব্যবহার করলে কাটিং-এর শিকড় অতি সহজে এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

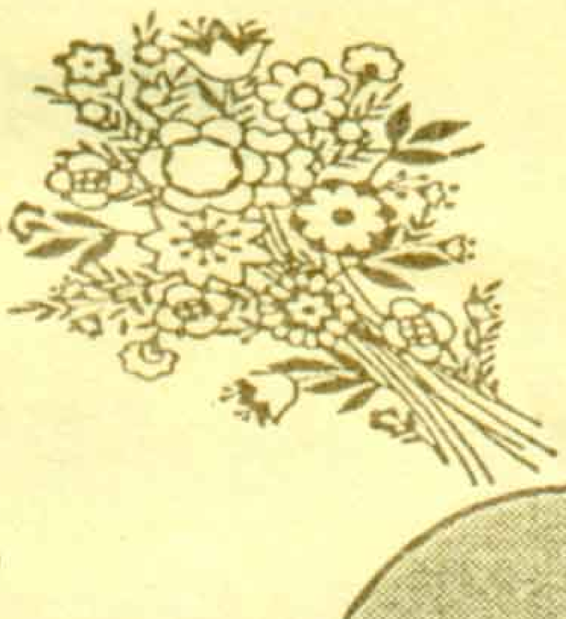

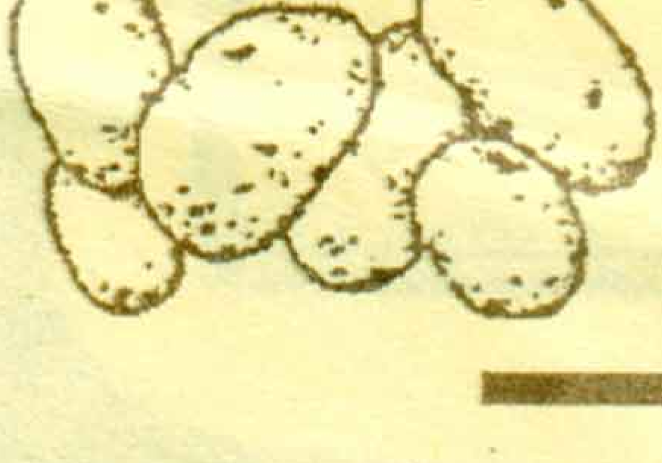

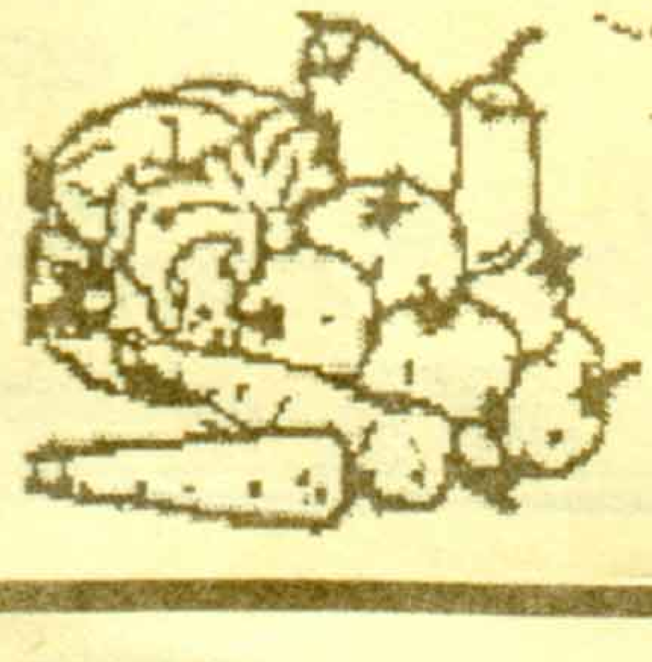

এছাড়াও **'সংযোগ-জৈব'** ব্যবহার করলে আরও কিছু **দীর্ঘমেয়াদী লাভ** হবে। যেমন ঃ—

১) এই সার জমিতে **রাসায়নিক সারের বিষক্রিয়া** কমাতে সাহায্য করে।

২) এই সার মাটিতে বায়ু চলাচলে সাহায্য করে এবং মাটি সবসময় ঝুরঝুরে রাখে। এর ফলে **মাটির স্বাস্থ্যও ভালো** থাকে।

৩) এই সার মাটির **সমস্যা দূরীকরণে** সাহায্য করে। যেমন— লাল ও কাঁকর মাটির জলশোষণ ও জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায় এবং লবনাক্ত মাটির সমস্যা কম করে।

৪) এই সারে জীবিত জৈবিক পদার্থ, নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, ছাড়াও সবরকম ফসল, ফুল, ফল, ও সব্জির প্রয়োজনীয় অনুখাদ্য, এনজাইম, ভিটামিন, হরমোন, জীবানুসার ইত্যাদি প্রয়োজনমত থাকে।

'সংযোগ জৈব'র উপাদান

নাইট্রোজেন-১.৮-২.৫%	*ম্যাগনেশিয়াম-০.৬-০.৮ %*	*দ্রাব্য বেরণ-৩০-৩৫ পি. পি. এম*
ফসফরাস-১.৫-২.৫%	ক্যালসিয়াম-০.৮-১.০%	দাব্য কপার-২৫-৩০ পি. পি. এম
পটাশ-০.৮-১.২%	দ্রাব্য জিঙ্ক-২৮০-৩০০ পি. পি .এম	জৈব কার্বন ২০-৩৫%

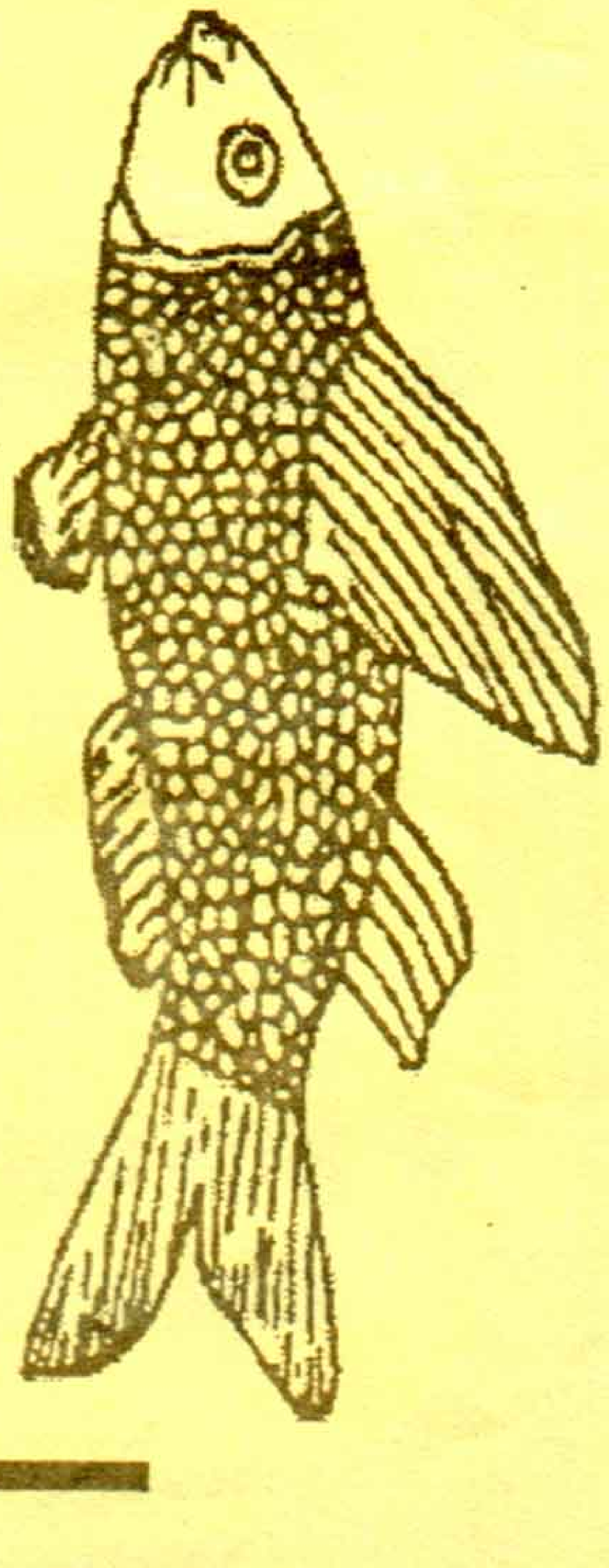

ব্যবহার বিধি

যে কোনো ফসলে যে পরিমাণ রাসায়ানিক সার প্রথাগত ভাবে দেওয়া হয় তার অর্দ্ধেক পরিমাণ (৫০ শতাংশ) রাসাযানিক সার প্রয়োগ করার সাথে সাথে নিম্নলিখিত হারে "সংযোগ জৈব" ব্যবহার করলে ২০ - ২৫ শতাংশ বেশী ফলন পাওয়া সম্ভব।

ফসল		কাঠাপ্রতি সারের পরিমাণ (কেজি)
✸ ধান	—	২৫ কেজি
✸ বাঁধাকপি, ফুলকপি, আলু, লঙ্কা, ধান, টমেটো, হলুদ, রসুন	—	২৫ কেজি
✸ তিল, মুগ, কলাই, ছোলা, গুয়ার, সরিষা, ইসবগুল, মেথি	—	৫-১০ কেজি
✸ গম, সূর্যমুখী, ভুট্টা, যব	—	১২-১৩ কেজি
✸ তামাক, বিট, পিঁয়াজ, গাজর, ভেন্ডি, ধনে, বেগুন, শশা, আদা, পুদিনা	—	১৫-১৬ কেজি
✸ ফুলের ক্ষেত্রে	—	১৫-১৬ কেজি
✸ ফলের বাগানের ক্ষেত্রে (গাছের বয়স অনুসারে)	—	১-২০ কেজি গাছ প্রতি

✸ মিশ্র মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে প্রথম দফার ১০-১৫ কেজি/কাঠা 'সংযোগ-জৈব'। তারপর প্রতিমাসে কাঠা প্রতি ৩ কেজি হিসাবে পাঁচবার প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

✸ চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে প্রথম দফার ৩ কেজি প্রতিকাঠায় দিতে হবে। তারপর প্রতিদফায় ১ কেজি প্রতি কাঠায় দিলে মাছের বৃদ্ধি অবশ্যই ভালো হবে।